বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর: ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৫
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ	৪
৮.	অডিটের সুপারিশ	৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৬ - ২০
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ .....বঙ্গাব্দ
১৩-৭-১৪১৫ বঃ
.....খ্রিষ্টাব্দ
২৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশে বাংলাদেশের মোট ৫৮টি দূতাবাস রয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশস্থ ১১টি দূতাবাসের ২০০৫-২০০৬ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব প্রচলিত সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান এবং নির্বাহী আদেশাবলীর আলোকে টেষ্ট অডিট করে এ অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দূতাবাস সমূহের ১৪ টি বিষয়ের উপর ১৭ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট রিপোর্টে যে সকল আর্থিক অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের লেনদেনের যে অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতি। অডিট রিপোর্টে বর্ণিত তথ্য ও অনিয়ম টেষ্ট অডিট এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত অর্থাৎ উদ্‌ঘাটিত তথ্য উদাহরণমূলক, লেনদেন বা অবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র নয়।

স্বাক্ষরিত

ঢাকা

তারিখ : ০৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ

(মোঃ আমির খসরু)
মহাপরিচালক
দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষাভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	২,৪৮,৫৬৫
২	বিমান টিকেট ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না করায় ক্ষতি	১,৩০,১৬২
৩	অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	১,৫৮,৯৮৮
৪	প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	৩৪,২৪৭
৫	প্রাপ্য যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত সময়ের জন্য দৈনিকভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	৪৭,৮২৫
৬	প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিকভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	৭৯,০৩৩
৭	অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতা এবং ট্রানজিট ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি	১,৪৬,১৩৯
৮	দেশে যোগদানের নামে অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি	১৩,৩১,১৪৮
৯	চিকিৎসা বিলের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ না করায় ক্ষতি	৬২,১৪৯
১০	বিধি বহির্ভূতভাবে তৃতীয় সন্তানের চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থ মিশন তহবিল থেকে পরিশোধের ফলে ক্ষতি	৬১,৩৯৩
১১	ভাড়া করা বাসার মালামালের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আদায় না করায় ক্ষতি	১,৩৩,৮২৯
১২	নিরাপত্তা জামানতের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার কারনে ক্ষতি	১,৫৬,৩০৩
১৩	চুক্তি ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বকেয়া শ্রান্তি বিনোদনভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি	৫৪,৪২৫
১৪	দূতাবাস কর্তৃক পরিচালিত স্কুল এর শিক্ষক কর্তৃক ফেরতকৃত অর্থ সরকারি তহবিলে জমা না করায় ক্ষতি	৬,৮৮,২০০

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ-বৎসরঃ	২০০৫-২০০৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস সমূহ
নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট
নিরীক্ষার সময়ঃ	আগস্ট/২০০৬ -ডিসেম্বর/ ২০০৬
নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেনঃ	মোঃ আমির খসরু, মহাপরিচালক মোঃ আশরাফ-উল-ইসলাম,পরিচালক মোঃ আলা উদ্দিন, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- শিক্ষাভাতা পরিশোধের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আদেশ সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- ট্রানজিট ডিএ এবং টার্মিনাল চার্জ গ্রহনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ভ্রমনভাতা আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- যোগদানকালীন দৈনিকভাতা প্রাপ্যতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসরণ না করা;
- Financial Instructions for the Guidance of Bangladesh Missions Abroad এর নির্দেশাবলী অনুসরণ না করা;
- ভাড়াকৃত বাড়ি ছেড়ে দেয়ার সময় নিরাপত্তা জামানতের অর্থ আদায়/সমন্বয় না করা;
- মেডিক্যাল বিলের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ সংক্রান্ত আদেশ অনুসরণ না করা;
- বিমান টিকেটের মূল্য সরাসরি বিমান সংস্থাকে পরিশোধ না করা;
- চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থ পূণর্ভরনের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ:

- প্রাপ্যতার অতিরিক্ত এবং ভূয়া রশিদের ভিত্তিতে শিক্ষাভাতা গ্রহণ করা;
- প্রাপ্যতা অনুযায়ী যোগদানকালীন ভাতাদি গ্রহণ না করা;
- বৈদেশিক ভ্রমনভাতা আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ভাতাদি গ্রহণ না করা
- ভ্রমন না করা সত্বেও সন্তানের জন্য ভ্রমনভাতা গ্রহণ করা;
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন ভাতাদি পরিশোধ করা;
- ভাড়াকৃত বাড়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে আদায় না করা ;
- বদলীজনিত ভ্রমন অগ্রিমের ক্ষেত্রে বিমান টিকেটের অর্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পরিশোধ করা;
- Financial Instructions for the Guidance of Bangladesh Missions Abroad, এ বর্নিত সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রাসংগিক নির্বাহী আদেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- সরকারি নীতিমালা, আর্থিক বিধি এবং প্রাসংগিক নির্বাহী আদেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা;
- কার্যকরী অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা;
- প্রকৃত ব্যয় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;
- উদ্বৃত্ত অর্থ সমর্পণ এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থ মঞ্জুরী/বরাদ্দ দ্বারা নিয়মিত করা;
- প্রাপ্যতা বহির্ভূত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ না করা ;
- বৈদেশিক ভ্রমনভাতা আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক অগ্রিম ভ্রমণভাতা পরিশোধ করা;
- বিধি মোতাবেক প্রাপ্য নয় এরূপ ব্যয়ের অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে গ্রহণ না করা;
- ভাড়াকৃত বাড়ির ক্ষতিপুরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নিকট হতে আদায় নিশ্চিত করা;
- ভাড়া বাড়ী পরিত্যাগের সময় নিরাপত্তা জামানত আদায়/সমন্বয় নিশ্চিত করা;
- মেডিক্যাল বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ১০% ব্যক্তিগতভাবে বহণ করার বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করা;
- বদলীজনিত ভ্রমণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে বিমান টিকেটের অর্থ সরাসরি সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পরিশোধ না করা ;

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম ঃ

- **প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা পরিশোধের ফলে ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৬৫ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের মস্কো দূতাবাসে ৭/০৩ হতে ৬/০৫ সময়ের হিসাব ২৫-০১-২০০৬ হতে ৭/০২/২০০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আলোচ্য দূতাবাসের শিক্ষাভাতা পরিশোধের বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত কতিপয় কর্মকর্তা / কর্মচারী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক হারে শিক্ষাভাতা গ্রহণ করার ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ৪২৯৩.০২) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩১/৭/২০০০ তারিখের স্মারক নং এডি-আর এন্ড ডি-০২৪ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬/৭/২০০০ তারিখের স্মারক নং এমএফ/ইএফ-৪/এম(৫০)/৯৯/৩৭৪ অনুযায়ী সন্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের ৮৫% সর্বোচ্চ ৭৮০০ মার্কিন ডলার পরিশোধযোগ্য। সন্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়িত সম্পূর্ণ অর্থ অর্থাৎ ১০০% হারে শিক্ষাভাতা হিসাবে পরিশোধ করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

- ২,৪৮,৫৬৫ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ জমা দেয়ার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিশোধিত অর্থের ৮৫% এর অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষা ভাতা হিসাবে পরিশোধের বিধিগত সুযোগ নেই।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম ঃ

- **বিমান টিকেট ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না করার ফলে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ১৬২ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের ক্যানবেরা দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৬/৯/০৫ হতে ৭/১০/০৫ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মচারীকে ঢাকায় বদলীর প্রেক্ষিতে বিমান টিকেট ক্রয়ের লক্ষ্যে অগ্রিম বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অগ্রিম গ্রহণ করে বিমান টিকেট ক্রয় করেননি এবং ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজে যোগদান করেননি। ফলে উপরোক্ত (মা:ড: ২২৪৮.০৬) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ২ দ্রষ্টব্য)।

- ১,৩০,১৬২ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৪/০১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১২/০২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে দূতাবাসকে অগ্রগতি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে অগ্রগতি অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বাংলাদেশে প্রত্যাগমন করত: অফিসের কাজে যোগদান করেননি সেহেতু বিমানভাড়া বাবদ অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম ঃ

- **অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতা পরিশোধের ফলে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৮৮ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংকক দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৯/০৪/০৬ হতে০৩/০৫/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে উক্ত মিশনে যোগদানের প্রেক্ষিতে ৬ দিন পূর্ণ হারে যোগদানকালীন দৈনিকভাতা এবং সরকারী বাসায় অবস্থানের জন্য অর্ধ হারে ১২ দিনের দৈনিকভাতা পরিশোধের দু'বছর পর সরকারি বাসায় অবস্থান করেননি মর্মে পূর্ণ হারে ১৫ দিনের দৈনিক ভাতা পরিশোধের ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ২৭৪৫.৯০) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৩ দ্রষ্টব্য)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০/৬/৮৯ তারিখের অনুমোদনক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ২৬/৬/৮৯ তারিখের আদেশ নং বিধি-৪/১১/৮৯ অনুযায়ী সরকারী বাসায় অবস্থান করে যোগদানকাল ভোগ করায় আলোচ্য ক্ষেত্রে ৫০% হারে ১২ দিনের দৈনিকভাতা প্রদেয়।
- ১,৫৮,৯৮৮ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০১/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পত্র দেয়া হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সরকারী বাসায় অবস্থান করে অর্ধ হারে যোগদানকালীন দৈনিকভাতা গ্রহনের দু'বছর পর সরকারি বাসায় অবস্থান করেননি দেখিয়ে পূণরায় পূর্ণ হারে দৈনিক ভাতা গ্রহনের অবকাশ নেই ।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম ঃ

- **প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক ভাতা পরিশোধের ফলে ৩৪ হাজার ২৪৭ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংকক দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৯/০৪/০৬ হতে ০৩/০৫/০৬ পর্য়ন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা /কর্মচারীগণকে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ভি আই পিদের প্রোটকল ডিউটির জন্য হেডকোয়ার্টারের বাহিরে অবস্থান দেখিয়ে ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ) হারে দৈনিক ভাতা পরিশোধের ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ৫৯১.৫০) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৪ দ্রষ্টব্য)।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৫/১০/২০০১ তারিখের স্মারক নং অবি/বহিঃ অর্থ/বা-২/২(১৯)/২০০০-২০০১/৪৪(২৫০০) অনুযায়ী হেডকোয়ার্টারের বাহিরে ৬ ঘন্টা অবস্থানের জন্য এক-চতুর্থাংশ হারে দৈনিক ভাতা প্রদেয়।

- ৩৪,২৪৭ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০১/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অডিটের মন্তব্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ব্যাংকক এয়ারপোর্ট এবং বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক শহরে অবস্থিত বিধায় হেডকোয়ার্টারে অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা পরিশোধের কোন অবকাশ নেই ।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং- ৫

শিরোনাম ঃ

- **প্রাপ্য যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত সময়ের জন্য দৈনিকভাতা পরিশোধ করার ফলে ৪৭ হাজার ৮২৫ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের রোম দূতাবাসের ৭/০২ হতে ৬/০৪ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৩/১২/০৪ হতে ০৫/০১/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থাণীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে ঢাকায় বদলীর প্রেক্ষিতে দূতাবাস হতে অব্যাহতি প্রদানের পর বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট না থাকার কারণ দেখিয়ে যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত দুই দিনের দৈনিকভাতা বাবদ অর্থ পরিশোধ করার ফলে উপরোক্ত (মা:ড: ৮২৬) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৫ দ্রষ্টব্য)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০-০৬-১৯৮৯ তারিখের অফিস স্মারক নং এমএফ/ইএফ-৪(এটি)জি(২৪)/৮৮-৮৯/৮৬ অনুযায়ী যোগদানকাল হিসেবে প্রাপ্য ৬ দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য দৈনিকভাতা প্রদেয় নহে।
- ৪৭,৮২৫ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩/০৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১২/০২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে দূতাবাসকে অগ্রগতি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে অগ্রগতি অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- যেহেতু বিমানের টিকেট পূর্বেই ক্রয় করা হয়েছে সেহেতু ভ্রমণ তারিখের ভিত্তিতে মিশন হতে অব্যাহতি নেয়া উচিৎ ছিল। বাধ্যতামূলক অবস্থানের বিষয়টি ভ্রমণের মধ্যবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং- ৬

শিরোনাম ঃ

- **প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিকভাতা পরিশোধ করার ফলে ৭৯ হাজার ৩৩ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের কনস্যুলেট অফিস সিটুওয়ে এর ৭/০৪ হতে ৬/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৫/৯/০৬ হতে ২০/৯/০৬ পর্যন্ত সময়েস্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মচারীকে ঢাকায় বদলীর প্রেক্ষিতে দূতাবাস হতে অব্যাহতি প্রদানের পর সিটুওয়ে হতে ইয়াংগুন গমন করেন। ইয়াংগুন এ ৪(চার) দিন যোগদানকাল ভোগ করার পর ইয়াংগুন- ঢাকা বিমানের ফ্লাইট না থাকার কারণ দেখিয়ে যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত পাঁচ দিনের দৈনিকভাতা বাবদ অর্থ পরিশোধ করার ফলে উপরোক্ত (মা:ড: ১৩৬৫) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৬ দ্রষ্টব্য)।

- যোগদানকাল হিসেবে প্রাপ্য ৬ দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য দৈনিকভাতা প্রদানের বিধিগত কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৫/৩/০৬ তারিখের অফিস আদেশ নং এডি-পি(২)-০৪৪৮ অনুযায়ী আলোচ্যক্ষেত্রে যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত সময়কে ভাতাবিহীন মঞ্জুরী প্রদান করায় দৈনিকভাতা প্রদেয় নয়।

- ৭৯,০৩৩ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১২/০২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জবাবের আলোকে বিমানের ফ্লাইট না থাকার কারনে বাধ্যতামুলক অবস্থান হিসাবে গন্য করে আপত্তিটি নিস্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- যেহেতু বিমানের টিকেট পূর্বেই ক্রয় করা হয়েছে সেহেতু ভ্রমণ তারিখের ভিত্তিতে মিশন হতে অব্যাহতি নেয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৫/৩/০৬ তারিখের অফিস আদেশ নং এডি-পি(২)-০৪৪৮ অনুযায়ী যোগদানকালীন সময়ের অতিরিক্ত সময়কে ভাতাবিহীন মঞ্জুরী প্রদান করায় আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং- ৭

শিরোনাম ঃ

- **অনিয়মিতভাবে যোগদানকালীন দৈনিক ভাতা ও ট্রানজিট ভাতা পরিশোধের ফলে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৩৯ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের অটোয়া দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ সময়ের হিসাব ৩০/১১/০৫ হতে ১২/১২/০৫ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে দূতাবাসে বদলীকালে তাঁর সন্তান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরিবারের সাথে ভ্রমণ না করা সত্ত্বেও যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ বাবদ অর্থ পরিশোধ করার ফলে উপরোক্ত (মা:ড: ২৫২৩.৯৮) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৭ দ্রষ্টব্য)। ।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৬/১১/৯২ তারিখের পত্র নং-বিধি-৪/১১/৮১ অনুযায়ী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তৃতীয় দেশে অবস্থানকারী নির্ভরশীল সন্তান পিতা/মাতার বদলী জনিত ভ্রমণের অনুর্ধ্ব এক বছরের মধ্যে ভ্রমণ সম্পাদন করলে যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ বাবদ অর্থ প্রাপ্য হবে।
- ১,৪৬,১৩৯ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩১/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সন্তানের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বিধায় এক বৎসরের মধ্যে আমেরিকা হতে কানাডা আনা সম্ভব হয়নি। তার লেখাপড়া শেষ করে অটোয়া আনার ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মিশন অডিটকে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সন্তান এক বৎসরের মধ্যে ভ্রমণ না করায় যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ বাবদ অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ	• **দেশে যোগদানের নামে অর্থ পরিশোধের ফলে ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার ১৪৮ টাকা ক্ষতি ।**
বিবরণ ঃ	• বাংলাদেশ সরকারের অটোয়া দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ৩০/১১/০৫ হতে ১২/১২/০৫ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশে বদলী আদেশ জারীর পর বদলীজনিত আর্থিক সুবিধা যেমন বিমান ভাড়া, যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, ট্রানজিটভাতা, টার্মিনাল চার্জ এবং ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়। কিন্তু তিনি দেশে প্রত্যাগমন না করায় এবং অফিসের কাজে যোগদান না করায় উপরোক্ত (মা:ড: ২২৯৯০.৪৬) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৮ দ্রষ্টব্য)।
	• ১৩,৩১,১৪৮ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩১/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ	• মিশন কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে মিশন অডিটকে অবহিত করা হবে।
অডিটের মন্তব্য ঃ	• দেশে প্রত্যাগমন না করায় এবং অফিসের কাজে যোগদান না করায় বিমান ভাড়া, যোগদানকালীন দৈনিকভাতা, ট্রানজিট ভাতা,টার্মিনাল চার্জ এবং মালামাল পরিবহন বাবদ কোন অর্থ প্রদেয় নয়।
অডিটের সুপারিশ ঃ	• অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম ঃ

- **চিকিৎসা বিলের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ না করার ফলে ৬২ হাজার ১৪৯ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের কুয়ালালামপুর দূতাবাসর ৭/০৩ হতে ৬/০৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১০/১০/০৫ হতে ২৪/১০/০৫ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আলোচ্য দূতাবাসের চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধের বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক নিজেদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ না করে চিকিৎসা ব্যয় পূণর্ভরণ বাবদ সমপূর্ণ অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে গ্রহণ করার ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ১০৭৩.৩৯) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য)।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬/৭/২০০৪ তারিখের অফিস স্মারক নং অম/অবি/বাশা-৬/১৮/পররাষ্ট্র/বিবিধ(২)/২০০৩/১৮৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% ব্যক্তিগতভাবে বহন করবেন।

- ৬২,১৪৯ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৬/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের পর হতে নিয়মিতভাবে ১০% ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষা চলাকালীন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছ হতে বিধি মোতাবেক চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% কর্তন করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ

- **বিধি বহির্ভূতভাবে তৃতীয় সন্তানের চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থ মিশন তহবিল থেকে পরিশোধের ফলে ৬১ হাজার ৩৯৩ টাকা ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের মস্কো দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৫/০১/০৬ হতে ৭/০২/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয় নিরীক্ষাকালে আলোচ্য দূতাবাসের চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধের বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে তৃতীয় সন্তানের চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থ মিশন তহবিল থেকে পরিশোধ করার ফলে উপরোক্ত (মা:ড: ১০৬০.৩২) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ১০ দ্রষ্টব্য)।

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১০/০৫/১৯৮৭ তারিখের স্মারক নং সম(প্রঃ-২)-২/৮৬-২৩৬(১০০) এবং ১৮/১০/১৯৯০ তারিখের স্মারক নং সম(প্রঃ-২)-১০৪/৮৯(অংশ-২)-৮০৭(৩৫০) অনুযায়ী ১৯৯২ সনের পরে জন্ম গ্রহনকারী তৃতীয় সন্তানের জন্য কোন প্রকার সরকারি সুবিধাদি প্রদেয় নয়।

- ৬১,৩৯৩ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি জানানোর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক দূতাবাসকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় সন্তানের জন্য চিকিৎসা ব্যয় বাবদ অর্থ পরিশোধ বিধি বহির্ভূত হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ

- **ভাড়া করা বাসার মালামালের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আদায় না করার ফলে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮২৯ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের আস্থান দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ৬/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৭/৯/০৬ হতে ১০/১০/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দূতাবাসে কর্মরত দু'জন কর্মকর্তা কর্তৃক ফ্রি ফার্নিশড বাসায় বসবাসের সময় বাস ভবনের মালামালের ক্ষতি সাধন করা হয়। উক্ত ক্ষতির জন্য ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী বাস ভবনের মালিককে বসবাসকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে পরিশোধ করার ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ২৩১১.৩৮) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।

- মিশন অডিট ম্যানুয়েল এর প্যারা ২৪৩ এবং এপেনডিক্স ১২ অনুযায়ী বাসভবনের মালামালের ক্ষতির জন্য বসবাসকারী দায়ী এবং ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায়যোগ্য।

- ১,৩৩,৮২৯ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৩/০৪/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে এবং অপরজন জড়িত নহেন উল্লেখ করত: অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করা হয়েছে ।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ভাড়াকৃত বাসভবন অথবা এর আসবাবপত্রের ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট বসবাসকারী দায়ী বিধায় ক্ষতিপূরণ বাবদ বাড়ীর মালিককে পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক। নিরীক্ষিত অফিসের জবাবে এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা জড়িত নহেন বলে উল্লেখ করা হলেও প্রমানক সরবরাহ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং- ১২

শিরোনামঃ

- **নিরাপত্তা জামানতের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার ফলে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩০৩ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের ক্যানবেরা, লসএঞ্জেলস এবং কলম্বো দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ এবং ৭/০৩ হতে ৪/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব যথাক্রমে ২৬/৯/০৫ হতে ৭/১০/০৫; ১৬/১১/০৫ হতে ২৮/১১/০৫ এবং ২/৫/০৬ হতে ১২/৫/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দূতাবাস সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা /কর্মচারীদের জন্য ভাড়াকৃত বাসভবনের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাসভবনের মালিকের কাছ থেকে আদায় না করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাসভবন অথবা এর সম্পদের ক্ষতির জন্য কর্তনকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছ থেকে আদায়ে ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে উপরোক্ত (মাঃডঃ ২৭০৫.৩২) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ১২ দ্রষ্টব্য)।
- মিশন অডিট ম্যানুয়েল এর প্যারা ২৪৩ এবং এপেনডিক্স ১২ অনুযায়ী বাসাভাড়া চুক্তির মেয়াদান্তে অথবা বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীকালে নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাসার মালিকের কাছ থেকে আদায় করে সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- ১,৫৬,৩০৩ (৬৩,০৭০+৭৯,৯০২+১৩,৩৩১) টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৪/০১/০৬; ৯/০২/০৬ ও ২০/৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১২/০২/০৬; ও ২৫/০৫/০৬ ১/৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫/৪/০৬; ৬/৬/০৬ ও ০৫/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ভাড়াকৃত বাসভবন অথবা এর আসবাবপত্রের ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট বসবাসকারী দায়ী। বাড়ী ভাড়ার চুক্তির মেয়াদান্তে অথবা সংশ্লিষ্ট বসবাসকারীর বদলীকালে নিরাপত্তা জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায় অথবা বাড়ী ভাড়ার সাথে সমন্বয় করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/৩/৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানতের অর্থ বাসভবনের মালিকের কাছ থেকে এবং বাসভবনের মালামালের ক্ষতির জন্য কর্তনকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ

- **চুক্তি ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বকেয়া শ্রান্তিবিনোদন ভাতা গ্রহণ করার ফলে ৫৪ হাজার ৪২৫ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারের আম্মান দূতাবাসের ৭/০৪ হতে ৬/০৬ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ২৭/৯/০৬ হতে ১০/১০/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেকা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাসে কর্মরত একজন কর্মকর্তা কর্তৃক দূতাবাস তহবিল হতে বকেয়া শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহন করার ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ৯৩৯.৯৮) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)।

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ছিলেন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে বকেয়া শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদানের কোন বিধান না থাকায় আলোচ্য ক্ষেত্রে তিনি বকেয়া শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য নহেন।

- ৫৪,৪২৫ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ৩/০৪/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বকেয়া শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্যতার বিষয়ে কোন প্রকার বিধান না থাকা সত্ত্বেও বকেয়া শ্রান্তি বিনোদন ভাতা গ্রহণ করায় জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ	•	**দূতাবাস কর্তৃক পরিচালিত স্কুল এর শিক্ষক কর্তৃক ফেরতকৃত অর্থ সরকারি তহবিলে জমা না করার ফলে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০০ টাকা ক্ষতি ।**
বিবরণ ঃ	•	বাংলাদেশ সরকারের মাসকাট দূতাবাসের ৭/০৩ হতে ৬/০৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৬/২/০৬ হতে ০১/০৩/০৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য দূতাবাস কর্তৃক পরিচালিত স্কুল জালান এর একটি কক্ষ নির্মানের জন্য Wage Earners Welfare Fund হতে আর.ও. ৪৫৮৮ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কক্ষ নির্মাণ না করায় ২৪/১২/২০০২ তারিখের পত্র নং বিএসজে/প্রশা/৫২/২০০২ এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক উক্ত অর্থ সরকারি তহবিলে জমা না করার ফলে উপরোক্ত (মাঃডঃ ১১৮৮৬.) ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ১৪ দ্রষ্টব্য)।
	•	৬,৮৮,২০০ টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯/৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৭/০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০/১০/০৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ	•	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আপত্তিটি নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
অডিটের মন্তব্য ঃ	•	আপত্তির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ হতে আদায় করে Wage Earners Welfare Fund এ জমা করা আবশ্যক।
অডিটের সুপারিশ ঃ	•	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/১৯৯২ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় পূর্বক Wage Earners Welfare Fund এ জমা প্রদান করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আমির খসরু)
মহাপরিচালক
দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা

তারিখ ঃ ০৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ

বাংসমু-২০০৮/০৯-২৫৩৫কম/এ-৭০০বই, ২০০৮।